ইউনিট ৪

ভোগ তত্ত্ব
Theory of Consumption

অর্থনৈতিক বিশেণ্ডষণে 'সামগ্রিক চাহিদা' সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা। সামগ্রিক চাহিদা সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে দেশের ভারসাম্য জাতীয় আয় সম্পর্কে কোন কিছু বলা সম্ভব নয়। আর সামগ্রিক চাহিদা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে এর বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। 'ভোগ' হচ্ছে সামগ্রিক চাহিদার অন্যতম উপাদান। এ ইউনিটে ভোগ তত্ত্ব ও গুণক তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। পাঠ-১ এ রয়েছে ভোগ অপেক্ষক সম্পর্কিত আলোচনা, পাঠ-২ এ ভোগ অপেক্ষকের নির্ধারকসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে এবং সবশেষে, পাঠ-৩ এ বর্ণনা করা হয়েছে গুণক তত্ত্ব।

ইউনিট- ৪

পাঠ-১ সামগ্রিক ভোগ অপেক্ষক (Aggregate Consumption Function)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- বাজেটীয় ব্যয়ের ধরন সম্পর্কে বলতে পারবেন
- ভোগ অপেক্ষক ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- স্বয়ম্ভূত ভোগ ও প্ররোচিত ভোগের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন
- গড় ভোগ প্রবণতা ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- ভোগ অপেক্ষকের আকৃতি বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

অর্থনৈতিক বিশেওষণে 'ভোগ অপেক্ষক' একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত। একটি দেশের সামগ্রিক চাহিদার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে হলে অবশ্যই সে দেশের ভোগ অপেক্ষক সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এ পাঠে আমরা প্রথমে একজন ব্যক্তির ভোগ অপেক্ষক সম্পর্কে জানব এবং পরবর্তীতে সামগ্রিক ভোগ অপেক্ষক সম্পর্কে আলোচনা করব।

বাজেটীয় ব্যয়ের ধরন (Budgetary Expenditure Patterns)

মানুষ তার ব্যবহারযোগ্য আয়ের একটি বড় অংশ বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্য ও সেবা যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, পরিবহন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বিনোদনে ব্যয় করে থাকে। এসবের উপর ব্যয় করার পর সে তার আয়ের অবশিষ্ট অংশ সঞ্চয় করে। আয় বন্টনের এই ধরন বিভিন্ন আয় শ্রেণীর মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়। যেমন- গরীব লোকেরা তাদের আয়ের পুরো অংশই খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের উপর ব্যয় করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা বাসস্থান ও অন্যান্য ভোগব্যয় নির্বাহের পরে আয়ের অতি সামান্য অংশ সঞ্চয় করতে পারে। উচ্চবিত্ত শ্রেণীর লোকদের সঞ্চয় তুলনামূলকভাবে বেশী হয়ে থাকে। নিচের চিত্রের সাহায্যে বাজেটীয় ব্যয়ের ধরন সম্পর্কে ধারণা নেয়া যেতে পারে -

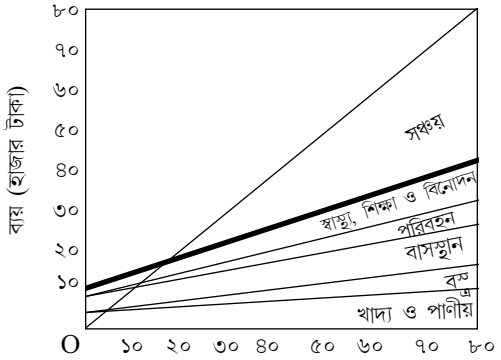

চিত্র ৪.১: বিভিন্ন আয়স্তরে ব্যয়ের ধরন

চিত্র ৪.১ এ দেখা যাচ্ছে যে, নিচু আয়স্তরের মানুষ তার আয়ের পুরো অংশ খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানে ব্যয় করে। তারা পরিবহন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বিনোদনে তেমন ব্যয় করতে পারে না। মধ্য আয়স্তরের লোকেরা তাদের আয়ের সবচেয়ে বড় অংশ বাসস্থানে ব্যয় করে এবং অবশিষ্ট অংশ খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিনোদনে ব্যয় করে। তাদের সঞ্চয় প্রায় শূন্য। অন্যদিকে উচুঁ আয়স্তরের লোকেরা ভোগব্যয় নির্বাহের পরেও আয়ের একটা অংশ সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়। বাজেটীয় ব্যয়ের ধরন থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ব্যবহারযোগ্য আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের ভোগ ব্যয়ও বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ ব্যবহারযোগ্য আয় ও ভোগব্যয়ের মধ্যে একটি সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান।

অনুশীলন

আপনি আপনার আয় কিভাবে বিভিন্ন খাতে ব্যয় করেন তা লিখুন। কোন্ খাতে আপনার ব্যয় বেশী হয়? যদি আপনার আয় বৃদ্ধি পায় তাহলে ব্যয়ের ধরনে কোনরূপ পরিবর্তন আসবে কি? চিন্তা করুন ও লিখুন।

ভোগ অপেক্ষক

পূর্বের অনুচ্ছেদ বাজেটীয় ব্যয়ের ধরন সম্পর্কিত আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি যে, মানুষ তার ব্যবহারযোগ্য আয়ের একটি অংশ ভোগ্যদ্রব্য ও সেবার উপর ব্যয় করে। ব্যবহারযোগ্য আয় বৃদ্ধি পেলে ভোগব্যয়ও বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবহারযোগ্য আয় হ্রাস পেলে ভোগব্যয় হ্রাস পায়। ভোগব্যয় ও ব্যবহারযোগ্য আয়ের মধ্যেকার এ সম্পর্ককে বলা হয় ভোগ অপেক্ষক। নিচের কাল্পনিক সারণীটি লক্ষ্য করুন।

ব্যবহারযোগ্য আয় (টাকা)	ভোগব্যয় (টাকা)
৩০০০	৩২০০
৪০০০	৪০০০
৫০০০	৪৮০০
৬০০০	৫৬০০
৭০০০	৬৪০০

সারণী ৪.১: ব্যবহারযোগ্য আয় ও ভোগব্যয়ের সম্পর্ক

সারণী ৪.১ এ দেখা যাচ্ছে, ব্যবহারযোগ্য আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে ভোগব্যয়ও বাড়ছে। ব্যবহারযোগ্য আয় যখন ৩০০০ টাকা তখন ভোগব্যয় ৩২০০ টাকা। এক্ষেত্রে ভোক্তাকে ২০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়। এ অতিরিক্ত ব্যয় তাঁকে ঋণ করে বা পূর্বের সঞ্চয় থেকে মিটাতে হয়। ভোক্তার আয় যখন ৪০০০ টাকা তখন আয়-ব্যয় সমান। ৪০০০ টাকার পরবর্তী আয়স্তরে ভোক্তা তার ভোগব্যয় মিটাবার পরেও কিছু টাকা সঞ্চয় করতে পারছে। সারণী ৪.১ কে নিম্নরূপে লেখাচিত্রে উপস্থাপন করা যায় -

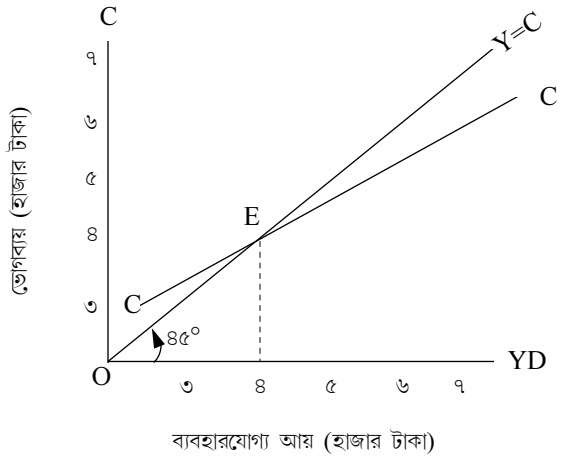

চিত্র ৪.২: ভোগ অপেক্ষক

চিত্র ৪.২ এ ভূমি অক্ষে ব্যবহারযোগ্য আয় এবং উল্লম্ব অক্ষে ভোগব্যয় দেখানো হয়েছে। CC হচ্ছে ভোগ অপেক্ষক। E বিন্দুতে ভোগ অপেক্ষকটি ৪৫° রেখাকে ছেদ করেছে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, E বিন্দুর পূর্বে ভোগব্যয় ব্যবহারযোগ্য আয় থেকে বেশী, E বিন্দুতে ভোগব্যয় ও ব্যবহারযোগ্য আয় সমান এবং E বিন্দুর ডানে ভোগব্যয় ব্যবহারযোগ্য আয় থেকে বেশী। অন্যভাবে বলা যায়, E বিন্দুর বামে সঞ্চয় ঋণাত্মক, E বিন্দুতে সঞ্চয় শূন্য এবং E বিন্দুর ডানে সঞ্চয় ধনাত্মক।

গাণিতিকভাবে, ভোগ অপেক্ষককে নিম্নরূপে দেখানো যায়-

$C = \overline{C} + cY$ ---------- (৪.১)

এখানে C = ভোগব্যয়

$\overline{C}$ = স্বয়ম্ভূত ভোগব্যয়

c = প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা

Y = ব্যবহারযোগ্য আয়

পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে আপনি স্বয়ম্ভূত ভোগ, প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা প্রভৃতি সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে পারবেন।

স্বরম্ভূত ভোগব্যয় ও প্ররোচিত ভোগব্যয়

ভোগব্যয়ের দুটো অংশ থাকে। ভোগের যে অংশ আয় স্তরের উপর নির্ভরশীল নহে তাকে বলা হয় স্বয়ম্ভূত ভোগব্যয়। আয় বাড়ল কি কমলো তার উপর স্বয়ম্ভূত ভোগব্যয় নির্ভর করে না। আয় শূন্য হলেও সয়ম্ভূত ভোগব্যয় ধনাত্মক হয়। যেমন-ধরুন, আপনি কোন কারণে গত এক মাস অফিসে যেতে পারলেন না। কর্তৃপক্ষ আপনার ১ মাসের বেতন কেটে নিলেন। ফলে এ মাসে আপনার আয় শূন্য হয়ে গেল। এমতাবস্থায়, আপনার ভোগ ব্যয়ও কি শূন্য হবে? অবশ্যই না। জীবধারণের জন্য আপনাকে কিছু না কিছু ভোগ করতেই হবে। কিন্তু ভোগ ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আসবে কোত্থেকে? ঋণ করে অথবা পূর্বের সঞ্চয় থেকে থাকলে তা থেকে অর্থ সংস্থান করতে হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আয় শূন্য হলেও ভোগব্যয় করতে হয় - এ ধরনের ভোগব্যয়কে বলা হয় স্বয়ম্ভূত ভোগব্যয়।

ভোগব্যয়ের যে অংশ আয়স্তরের উপর নির্ভরশীল তাকে প্ররোচিত ভোগব্যয় বলে। আয় বাড়লে প্ররোচিত ভোগব্যয় বাড়ে এবং আয় কমলে প্ররোচিত ভোগব্যয়ও কমে। আয় শূন্য হলে প্ররোচিত ভোগব্যয়ও শূন্য হয়। চিত্র ৪.৩ এ স্বয়ম্ভূত ভোগব্যয় ও প্ররোচিত ভোগব্যয় দেখানো হলো।

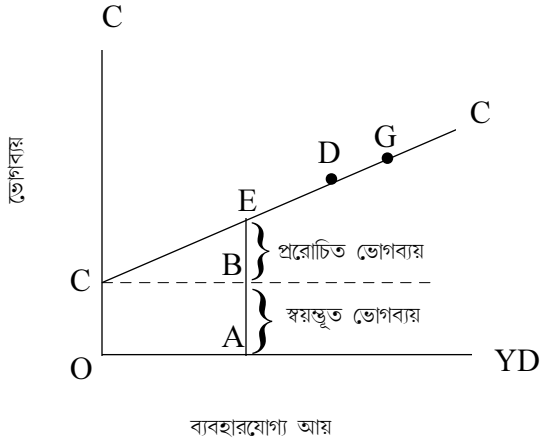

চিত্র ৪.৩: স্বয়ম্ভূত ভোগব্যয় ও প্ররোচিত ভোগব্যয়

চিত্র ৪.৩ এ CC হচ্ছে ভোগ অপেক্ষক। চিত্রে দেখা যাচ্ছে ব্যবহারযোগ্য আয় যখন শূন্য তখন ভোগব্যয় = OC যা স্বয়ম্ভূত ভোগ নির্দেশ করছে। আয় যখন Y_O তখন ভোগব্যয় $=Y_0E$ যার দুটো অংশ রয়েছে একটি হচ্ছে স্বয়ম্ভূত ভোগব্যয় এবং অন্য অংশটি হচ্ছে প্ররোচিত ভোগব্যয়। Y_0E এর AB অংশটি OC -র সমান যা স্বয়ম্ভূত ভোগব্যয় নির্দেশ করছে। এটি আয়ের উপর নির্ভরশীল নয়। আর BE অংশ হচ্ছে প্ররোচিত ভোগব্যয়। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, আয়স্তর যত বৃদ্ধি পাচ্ছে প্ররোচিত ভোগব্যয় ততই বাড়ছে কিন্তু স্বয়ম্ভূত ভোগব্যয় সর্বদা স্থির থাকছে।

অনুশীলন

চিত্র ৪.৩ এর ভোগ অপেক্ষকটির D ও G বিন্দুতে স্বয়ম্ভূত ভোগব্যয় ও প্ররোচিত ভোগব্যয় কত তা বের করুন। D বিন্দুর প্ররোচিত ভোগব্যয় থেকে G বিন্দুতে প্ররোচিত ভোগব্যয় বেশী কিনা? লিখুন।

গড় ভোগ প্রবণতা ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা

আপনি ব্যষ্টিক অর্থনীতি কোর্সে (MGD 2206) 'গড়' ও 'প্রান্তিক' ধারণা দুটোর সাথে পরিচিত হয়েছেন। মোট ভোগব্যয়কে মোট আয় দিয়ে ভাগ দিলে গড় ভোগ প্রবণতা (Average Propensity to Consume, APC) পাওয়া যায় অর্থাৎ $APC=\frac{C}{Y}$, এখানে C = মোট ভোগব্যয় ও Y = মোট আয়। ধরুন, আপনার আয় (Y) = ৪০০০ টাকা ও ভোগব্যয় (C) = ৩০০০ টাকা। অতএব, আপনার গড় ভোগ প্রবণতা, $APC = \frac{C}{Y} = \frac{৩০০০}{৪০০০} = .৭৫$ অর্থাৎ প্রতি ১ টাকা আয়ের মধ্যে আপনার ভোগব্যয় হচ্ছে ৭৫ পয়সা। অন্যদিকে, ব্যবহারযোগ্য আয় এক টাকা বৃদ্ধির ফলে মোট ভোগব্যয়ের যে পরিবর্তন হয় তাকে বলা হয় প্রান্তিক ভোগ

প্রবণতা (Manginal Propersity to Consume, MPC) অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা, MPC = $\frac{\Delta C}{\Delta Y}$, এখানে ΔC = ভোগব্যয়ের পরিবর্তন এবং ΔY = আয়ের পরিবর্তন। ধরুন, পূর্বে আপনার আয় ছিল ৩০০০ টাকা তখন ভোগব্যয় হত ২৫০০ টাকা। এখন আয় বেড়ে ৪০০০ টাকা হল এবং ভোগব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে হল ৩০০০ টাকা। এক্ষেত্রে আয়ের পরিবর্তন, ΔY = (৪০০০-৩০০০) = ১০০০ টাকা এবং ভোগব্যয়ের পরিবর্তন, ΔC = (৩০০০-২৫০০) = ৫০০ টাকা। অতএব, প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা = $\frac{\Delta C}{\Delta Y} = \frac{৫০০}{১০০০}$ = .৫ -এর অর্থ হচ্ছে আয় ১ টাকা বৃদ্ধি পেলে ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায় ৫০ পয়সা।

নিচের সারণীতে বিভিন্ন আয়াস্তরে APC ও MPC দেখানো হলঃ

ব্যবহারযোগ্য আয় Y	আয়ের পরিবর্তন ΔY	ভোগব্যয় C	ভোগব্যয়ের পরিবর্তন ΔC	গড় ব্যয়প্রবণতা C/Y	প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা $\Delta C/\Delta Y$
৩০০০		৩২০০		১.০৬	
৪০০০	১০০০	৪০০০	৮০০	১	.৮
৫০০০	১০০০	৪৮০০	৮০০	০.৯৬	.৮
৬০০০	১০০০	৫৬০০	৮০০	০.৯৩	.৮
৭০০০	১০০০	৬৪০০	৮০০	০.৯১	.৮

সারণী ৪.২: গড় ভোগ প্রবণতা ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা

সারণী ৪.২ হচ্ছে সারণী ৪.১ এর বর্ধিত রূপ। সারণীর ৫ম ও ৬ষ্ঠ কলামে যথাক্রমে APC ও MPC দেখানো হয়েছে। সারণীতে দেখা যাচ্ছে, সকল আয়স্তরে MPC স্থির (=.৮) কিন্তু APC হ্রাস পাচ্ছে।

চিত্রে ভোগ অপেক্ষকের বিভিন্ন বিন্দুতে APC ও MPC নিম্নরূপে বের করা যায়।

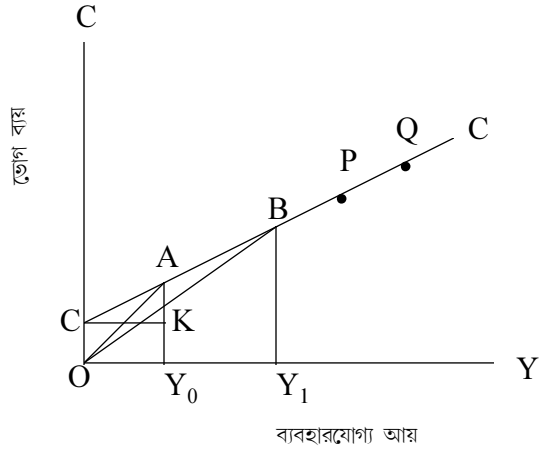

চিত্র ৪.৪: ভোগ অষ্টপক্ষষ্টকর বিভিন্ন বিন্দুষ্টত APC ও MPC ।

চিত্র ৪.৪ এ CC হষ্টচ্ছ ভোগ অপেক্ষক। A ও B হচ্ছে ভোগ অপেক্ষকের উপরস্থ দুটো বিন্দু। ভোগ অপেক্ষকের কোন একটি বিন্দুতে MPC হচ্ছে ঐ বিন্দুতে ভোগ অপেক্ষকের ঢালের সমান। অন্যদিকে, ভোগ অপেক্ষকের কোন একটি বিন্দুতে APC হচ্ছে ঐ বিন্দু ও মূলবিন্দুর সংযোজক রেখার ঢালের সমান। কাজেই A বিন্দুতে MPC = A বিন্দুতে CC রেখার ঢাল = $\frac{AK}{CK}$. এবং APC = OA রেখার ঢাল = $\frac{AY_0}{OY_0}$। তেমনিভাবে, B বিন্দুতে MPC = B বিন্দুতে CC রেখার ঢাল = $\frac{AK}{CK}$ [কেননা সরলরৈখিক ভোগ অপেক্ষকের সকল বিন্দুতে ঢাল সমান] এবং APC = OB রেখার ঢাল = $\frac{BY_1}{OY_1}$। লক্ষ্য করুন, A ও B উভয়

বিন্দুতে MPC একই কিন্তু APC -র মান A বিন্দুর চাইতে B বিন্দুতে কম। এভাবে, ভোগ অপেক্ষক বরাবর যতই ডানদিকে যাওয়া যাবে APC ততই হ্রাস পাবে। কিন্তু MPC সর্বদা স্থির থাকবে।

আমরা এতক্ষণ একটি সরলরৈখিক ভোগ অপেক্ষকের বিভিন্ন বিন্দুতে MPC ও APC -র মান সম্পর্কে জানলাম। ভোগ অপেক্ষক যদি সরলরৈখিক না হয়ে বক্ররৈখিক হয় তাহলে MPC ও APC উভয়ের মানই আয়স্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে হ্রাস পাবে। এখন চলুন ভোগ অপেক্ষকের আকৃতি এবং MPC ও APC এর সম্পর্ক দেখা যাক্।

ভোগ অপেক্ষকের আকৃতি এবং প্রান্তিক ও গড় ভোগ প্রবণতার সম্পর্ক

ভোগ অপেক্ষক সরলরৈখিক বা বক্ররৈখিক উভয়ই হতে পারে। তাছাড়া ভোগ অপেক্ষকের শুরু মূলবিন্দুর উপর থেকে অথবা মূলবিন্দুর মধ্য থেকে হতে পারে। এখন আমরা প্রথমে সরলরৈখিক ভোগ অপেক্ষকের বিভিন্ন বিন্দুতে MPC ও APC র সম্পর্ক দেখব এবং পরবর্তীতে বক্ররৈখিক ভোগ অপেক্ষকের বিভিন্ন বিন্দুতে MPC ও APC -র সম্পর্ক দেখব।

ছেদসহ সরলরৈখিক ভোগ অপেক্ষক

আমরা কিছুক্ষণ পূর্বে জেনেছি যে, সরলরৈখিক ভোগ অপেক্ষকের সকল বিন্দুতে MPC একই। কিন্তু বিভিন্ন বিন্দুতে APC বিভিন্ন। বিষয়টি নিচের চিত্রে দেখানো হলঃ

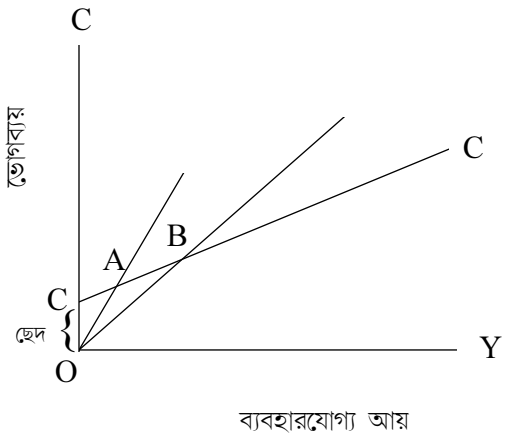

চিত্র ৪.৫: ছেদসহ সরলরৈখিক ভোগ অপেক্ষক

চিত্র ৪.৫ এ CC হচ্ছে একটি সরলবৈখিক ভোগ অপেক্ষক যা মূলবিন্দুর উপর থেকে শুরু হয়েছে অর্থাৎ এর ছেদ (intercept) রয়েছে। OC হচ্ছে CC ভোগ অপেক্ষকের ছেদ। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, CC রেখাটির চেয়ে OA রেখাটি বেশী খাড়া অর্থাৎ CC রেখার ঢালের চাইতে OA রেখার ঢাল বেশী। যেহেতু CC রেখার ঢাল MPC এবং OA রেখার ঢাল APC নির্দেশ করছে সেহেতু A বিন্দুতে MPC<APC। একইভাবে, B বিন্দুতে MPC<APC। তবে, A বিন্দুর চাইতে B বিন্দুতে APC কম। এভাবে যতই ডানদিকে যাওয়া যাবে APC ততই হ্রাস পাবে কিন্তু MPC সবসময় স্থির থাকছে। তবে প্রত্যেকটি বিন্দুতেই MPC<APC।

ছেদবিহীন সরলরৈখিক ভোগ অপেক্ষক

ছেদবিহীন সরলরৈখিক ভোগ অপেক্ষক মূলবিন্দু (origin) থেকে শুরু হয়। নিচের চিত্রে তা দেখানো হলঃ

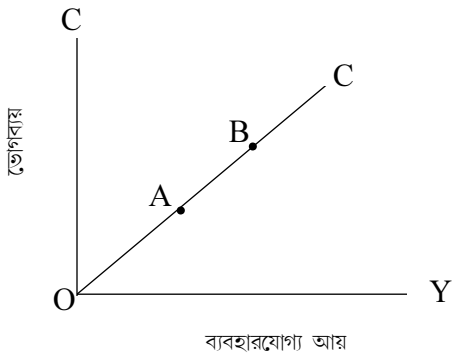

চিত্র ৪.৬: ছেদবিহীন সরলরৈখিক ভোগ অপেক্ষক

চিত্র ৪.৬ এ OC হচ্ছে ভোগ অপেক্ষক। দেখতেই পারছেন যে, ভোগ অপেক্ষকটির কোন ছেদ নেই। এ ভোগ অপেক্ষকের প্রতিটি বিন্দুতে MPC ও APC সমান এবং স্থির কেননা OC রেখার ঢাল এবং মূলবিন্দু (O বিন্দু) ও OC রেখার উপরস্থ কোন বিন্দুর সংযোজক রেখার ঢাল একই।

বক্ররৈখিক ভোগ অপেক্ষক

আপনি ব্যষ্টিক অর্থনীতি কোর্সের (MGD 2206) ইউনিট-১ এর পাঠ-২ থেকে জেনেছেন যে, বক্ররেখার বিভিন্ন বিন্দুতে ঢাল বিভিন্ন। কাজেই বক্ররৈখিক ভোগ অপেক্ষকের বিভিন্ন বিন্দুতে MPC বিভিন্ন হবে। নিচের চিত্রে তা দেখানো হলঃ

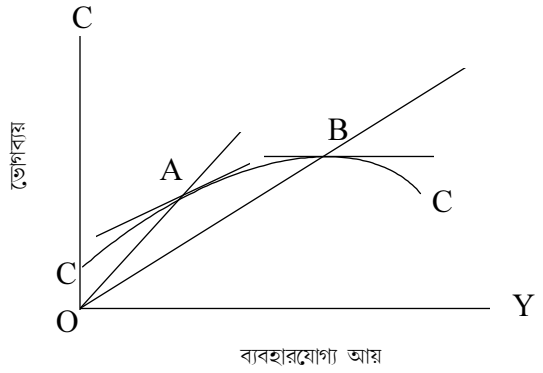

চিত্র ৪.৭: বক্ররৈখিক ভোগ অপেক্ষক

চিত্র ৪.৭ এ CC হচ্ছে ভোগ অপেক্ষক। যেহেতু CC একটি বক্ররেখা সেহেতু এর বিভিন্ন বিন্দুতে ঢাল বিভিন্ন। যেমন- A বিন্দুতে ঢাল হবে A বিন্দুতে CC রেখার স্পর্শকের ঢালের সমান। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, A বিন্দুতে অংকিত স্পর্শকটি B বিন্দুতে অংকিত স্পর্শকটির চাইতে বেশী খাড়া। অর্থাৎ A বিন্দুতে ভোগ অপেক্ষকের ঢাল B বিন্দুর চাইতে বেশী। কাজেই B বিন্দুতে MPC র মান A বিন্দুর চেয়ে কম। অন্যদিকে, A বিন্দুতে APC = OA রেখার ঢাল। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, OA রেখাটি A বিন্দুতে CC রেখার স্পর্শকের চেয়ে বেশী খাড়া অর্থাৎ OA রেখার ঢাল A বিন্দুতে CC রেখার ঢালের চেয়ে বেশী। কাজেই A বিন্দুতে MPC<APC। তেমনিভাবে, B বিন্দুতেও MPC < APC কিন্তু MPC ও APC উভয়ই A বিন্দুর থেকে কম।

এতক্ষণ আমরা একজন ব্যক্তির ভোগ অপেক্ষক ও এর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণা সম্পর্কে জানলাম। এখন আমরা দেখব একটি দেশের সামগ্রিক ভোগ অপেক্ষক কী এবং তা কিভাবে নির্ণয় করা যায়।

অনুশীলন

ধরুন, C_1, C_2, C_3 তিনটি সরলরৈখিক ভোগ অপেক্ষক তাদের বিভিন্ন বিন্দুতে MPC ও APC -র সম্পর্ক যথাক্রমে MPC=APC, MPC<APC, MPC>APC। ভোগ অপেক্ষকগুলোর আকৃতি কেমন হবে চিন্তা করুন ও আঁকুন।

সঞ্চয় অপেক্ষক

সঞ্চয় ও ব্যবহারযোগ্য আয়ের মধ্যেকার সম্পর্ককে বলা হয় সঞ্চয় অপেক্ষক। ভোগ অপেক্ষক থেকে সঞ্চয় অপেক্ষক নির্ণয় করা যায়। আপনি এ কোর্সের ইউনিট-৩ এর পাঠ-১ এ জেনেছেন কীভাবে ভোগ অপেক্ষক থেকে সঞ্চয় অপেক্ষক নির্ণয় করা যায় (চিত্র ৩.২ দেখুন)। তাই এ পাঠে সঞ্চয় অপেক্ষক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব না। এ পাঠে শুধুমাত্র প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা (Marginal Propensity to Save, MPS) সম্পর্কে আলোচনা করব।

ব্যবহারযোগ্য আয় এক টাকা পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে সঞ্চয়ের যে পরিবর্তন হয় তাকে বলা হয় প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা বা MPS অর্থাৎ প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা, $MPS = \frac{\Delta S}{\Delta Y}$ এখানে ΔS = সঞ্চয়ের পরিবর্তন, ΔY = ব্যবহারযোগ্য আয়ের পরিবর্তন। ধরুন, পূর্বে আপনার ব্যবহারযোগ্য আয় ছিল ৩০০০ টাকা তখন আপনার সঞ্চয় ছিল ৫০০ টাকা। এখন ব্যবহারযোগ্য আয় বেড়ে ৪০০০ টাকা হল এবং সঞ্চয় বেড়ে হল ১০০০ টাকা। এক্ষেত্রে আয়ের পরিবর্তন, ΔY = বর্তমান আয় - পূর্বের আয় = ৪০০০-৩০০০ = ১০০০ টাকা এবং সঞ্চয়ের পরিবর্তন, ΔS = বর্তমান সঞ্চয় - পূর্বের সঞ্চয় = ১০০০-৫০০ = ৫০০ টাকা। অতএব প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা, $MPS = \frac{\Delta S}{\Delta Y} = \frac{৫০০}{১০০০} = .৫$ -এর অর্থ হচ্ছে আয় ১ টাকা বৃদ্ধি পেলে সঞ্চয় বৃদ্ধি পায় ৫০ পয়সা। MPC -র মান জানা থাকলেও MPS এর মান বের করা যায়, কেননা MPS = 1-MPC। MPC = .8 হলে MPS = 1-.8 = .2 হবে, MPC = .6 হলে MPS = 1-.6 = .4 হবে।

জাতীয় ভোগ অপেক্ষক (National Cosumption Function)

একটি দেশের মোট ব্যবহারযোগ্য আয় ও সামগ্রিক ভোগের সম্পর্ককে বলা হয় জাতীয় ভোগ অপেক্ষক। নিচের সারণীটি লক্ষ্য করুন।

অর্থবছর	মোট ব্যবহারযোগ্য আয় (YD) (বিলিয়ন টাকায়)	মোট ভোগব্যয় (C) (বিলিয়ন টাকায়)
১৯৮৫-৮৬	৪৯৬.৩৬৭	৪৫২.৪১৮
১৯৮৬-৮৭	৫৭৮.৩০৯	৫২২.১৪৯
১৯৮৭-৮৮	৬৪৩.৩৭৯	৫৮১.৮৪৭
১৯৮৮-৮৯	৭০৩.৯৮১	৬৪৬.৬৬৩
১৯৮৯-৯০	৭৮৪.৪৫২	৭২৪.৮৫৪
১৯৯০-৯১	৮৯০.৫৬৮	৭৯৯.৯৩৬
১৯৯১-৯২	৯৭১.৫২৯	৮৫৩.৫৬৯
১৯৯২-৯৩	১০১৮.৭২০	৮৮৬.৩৭৩

সারণী ৪.৩: ১৯৮৫-৯৩ পর্যন্ত বাংলাদেশের মোট ব্যবহারযোগ্য আয় ও মোট ভোগব্যয়

উৎস: জাতীয় আয় সেকশন, BBS

সারণী ৪.৩ এ দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের মোট ব্যবহারযোগ্য আয় ও মোট ভোগব্যয়ের মধ্যে একটি সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। আয়বৃদ্ধির সাথে সাথে ভোগব্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারণীতে উল্লেখিত তথ্যগুলিকে গ্রাফচিত্রে বসালে জাতীয় বা সামগ্রিক ভোগ অপেক্ষক পাওয়া যায়। নিচে তা দেখানো হলো।

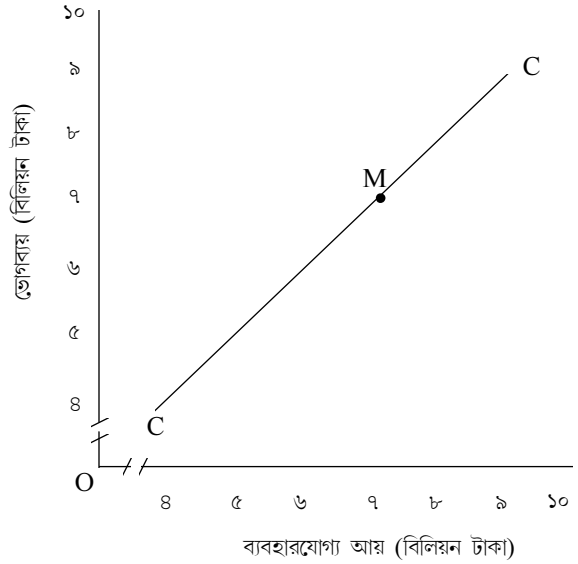

চিত্র ৪.৮: বাংলাদেশের জাতীয় ভোগ অপেক্ষক

চিত্র ৪.৮ এ ভূমি অক্ষে মোট ব্যবহারযোগ্য আয় এবং লম্ব অক্ষে মোট ভোগব্যয় প্রদর্শিত হয়েছে। CC হচ্ছে বাংলাদেশের জাতীয় ভোগ অপেক্ষক যা ১৯৮৫-৮৬ থেকে ১৯৯২-৯৩ পর্যন্ত মোট ব্যবহারযোগ্য আয় ও মোট ভোগব্যয়ের সম্পর্ক দেখাচ্ছে।

অনুশীলন

চিত্র ৪.৮ এর ভোগ অপেক্ষকটির M বিন্দুতে MPC ও APC বের করুন। এক্ষেত্রে MPS এর মান কত হবে? ১৯৮৫ থেকে আট বছর পর্যন্ত বাংলাদেশের মোট ব্যবহারযোগ্য আয় মোট ভোগব্যয় পাশাপাশি লিখুন। অতঃপর এগুলোকে গ্রাফচিত্রে বসিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় ভোগ অপেক্ষক অংকন করুন।

- **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

সত্য-মিথ্যা

১. নিুআয় শ্রেণীর লোকদের অধিকাংশ আয় বিনোদনে ব্যয় হয় -সত্য/মিথ্যা

২. আয় শূন্য হলে প্ররোচিত ভোগও শূন্য হয় -সত্য/মিথ্যা

৩. ছেদ সহ সরলরৈখিক ভোগ অপেক্ষকের সকল বিন্দুতে APC একই -সত্য/মিথ্যা

৪. ছেদসহ সরলরৈখিক ভোগ অপেক্ষকের সকল বিন্দুতে MPC<APC -সত্য/মিথ্যা

৫. প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা ১ এর বেশী হতে পারে না -সত্য/মিথ্যা

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাজেটীয় ব্যয়ের ধরন চিত্রের সাহায্যে দেখানা।

২. ভোগ অপেক্ষক কী? ব্যয়হারযোগ্য আয় বৃদ্ধি পেলে ভোগ অপেক্ষকের অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয় কি?

৩. স্বয়ম্ভূত ভোগ ও প্ররোচিত ভোগের সংজ্ঞা লিখুন।

৪. MPC ও APC কী? ভোগ অপেক্ষকের আকৃতি দ্বারা MPC ও APC -র সম্পর্ক কিভাবে প্রভাবিত হয়? ব্যাখ্যা করুন।

৫. জাতীয় ভোগ অপেক্ষক কী?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. মধ্যআয় শ্রেণীর লোকদের সঞ্চয়

ক. ধনাত্মক হয়

খ. ঋণাত্মক হয়

গ. প্রায় শূন্য হয়

ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

২. ভোগ অপেক্ষকের ঢাল হচ্ছে

ক. APC

খ. MPC

গ. MPS

ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৩. মূলবিন্দুগামী সরলরৈখিক ভোগ অপেক্ষকের প্রতিটি বিন্দুতে

ক. MPC > APC

খ. MPC < APC

গ. MPC = APC

ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৪. আয়স্তর বৃদ্ধি পেলে

ক. প্ররোচিত ভোগব্যয় হ্রাস পায়

খ. স্বয়ম্ভূত ভোগব্যয় হ্রাস পায়

গ. প্ররোচিত ভোগব্যয় স্থির থাকে

ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৫. ছেদসহ সরলরৈখিক ভোগ অপেক্ষকের প্রতিটি বিন্দুতে

ক. MPC = APC

খ. MPC < APC

গ. MPC > APC

ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

সমস্যা

ধরুন, বিভিন্ন বছরে একটি দেশের সামগ্রিক ভোগব্যয় ও মোট ব্যবহারযোগ্য আয় (বিলিয়ন টাকায়) নিম্নরূপঃ

মোট ব্যবহারযোগ্য আয়	মোট ভোগব্যয়	APC	MPC	সঞ্চয়
২০০০	১৫০০			-
৩০০০	২০০০	-	-	-
৪০০০	২৫০০	-	-	-
৬০০০	৩০০০	-	-	-
৮০০০	৪০০০	-	-	-
৯০০০	৫০০০	-	-	-

ক. জাতীয় ভোগ অপেক্ষক অংকন করুন।

খ. APC ও MPC বের করুন।

গ. আয় বৃদ্ধির সাথে MPC বাড়ছে নাকি কমছে?

ঘ. সঞ্চয়ের পরিমাণ বের করুন।

পাঠ-২ ভোগ অপেক্ষকের নির্ধারকসমূহ (Determinants of Consumption Function)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ভোগ অপেক্ষকের নির্ধারকসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন
- ভোগ অপেক্ষক বরাবর ভোগের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- ভোগ অপেক্ষকের স্থানান্তরের কারণ বলতে পারবেন।

ভূমিকা

ভোগ অপেক্ষক সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করতে হলে ভোগব্যয়কে প্রভাবিত করে এমন সকল উপাদান সম্পর্কে বিশদভাবে জানা প্রয়োজন। মূলত: ভোগব্যয়ের নির্ধারকগুলোই হচ্ছে ভোগ অপেক্ষকের নির্ধারক। তাই আমাদেরকে ভোগব্যয়ের নির্ধারকগুলো ভালভাবে জানতে হবে। গত পাঠে আমরা শুধুমাত্র ভোগব্যয় ও ব্যবহারযোগ্য আয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক দেখেছি। কিন্তু ব্যবহারযোগ্য আয় ছাড়াও আরও কিছু উপাদান রয়েছে যেগুলো ভোগব্যয়কে প্রভাবিত করে। এ পাঠে প্রথমে আমরা ভোগব্যয়ের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী সম্ভাব্য উপাদানগুলো সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভের চেষ্টা করব। পরবর্তীতে ভোগ অপেক্ষক বরাবর ভোগের পরিবর্তন ও ভোগ অপেক্ষকের স্থানান্তরে কারণ সম্পর্কে জানব।

ভোগব্যয়ের নির্ধারকসমূহ

আপনি ইউনিট-৩ এর পাঠ-১ এ ভোগব্যয় সম্পর্কে জেনেছেন। ভোগব্যয় হচ্ছে ভোক্তাকর্তৃক ভোগ্যদ্রব্য ও সেবার উপর ব্যয়ের পরিমাণ। আমরা যখন ভোগব্যয় করি তখন কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয়? কী কী বিষয় বা উপাদান দ্বারা আমাদের ভোগব্যয় নির্ধারিত হয়? একাধিক উপাদান দ্বারা ভোগব্যয় নির্ধারিত হতে পারে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ ভোক্তাদের উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, ভোক্তার ভোগব্যয় একাধিক উপাদানের উপর নির্ভরশীল। তন্মধ্যে কোন উপাদানের উপর নির্ভরশীলতা বেশী এবং কোন কোন উপাদানের উপর নির্ভরশীলতা তুলনামূলকভাবে কম। নিম্নে ভোক্তার ভোগব্যয়ের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী কয়েকটি উপাদানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

বর্তমান ব্যবহারযোগ্য আয় (Current Disposible Income): বর্তমান ব্যবহারযোগ্য আয় হচ্ছে ভোগব্যয়ের অন্যতম প্রধান নির্ধারক। একজন ভোক্তা বর্তমানে কত টাকা আয় পাচ্ছেন তার উপর তাঁর বর্তমান ভোগব্যয় নির্ভর করে। একাধিক পরিসংখ্যানিক সমীক্ষা দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। শুধুমাত্র যুদ্ধের সময়ে ব্যবহারযোগ্য আয় ও ভোগব্যয়ের সম্পর্কটা অন্যান্য স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে দূর্বল থাকে। কেননা যুদ্ধের সময়ে মানুষ তাদের ভোগব্যয় হ্রাস করে সঞ্চয় বৃদ্ধি করে এবং সঞ্চিত অর্থ সরকারকে প্রদান করে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহে সহায়তা করে। জন ম্যানার্ড কেইনস তাঁর ভোগতত্ত্বে ভোগব্যয়ের একমাত্র নির্ধারক হিসেবে ভোক্তার বর্তমান ব্যবহারযোগ্য আয়কে চিহ্নিত করেছেন। তবে কিছু কিছু অর্থনীতিবিদ কেইন্‌সের যুক্তি অর্থাৎ বর্তমান ব্যবহারযোগ্য আয়কে ভোগব্যয়ের একমাত্র নির্ধারক হিসেবে মেনে নিতে রাজী হননি। তাদের কেউ কেউ ভোগব্যয়ের নির্ধারক হিসেবে আপেক্ষিক আয় এবং পূর্ববর্তী চূড়ান্ত আয় (relative income and previous peak-income) -এর কথা বলেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন স্থায়ী আয় বা জীবনচক্র আয় (permanent income or life cycle income) -এর কথা।

আপেক্ষিক আয় (Relative Income): প্রফেসর Duesenbury -র মতে, মানুষের আয় শুধুমাত্র তার বর্তমান ব্যবহারযোগ্য আয়ের উপর নির্ভরশীল নয়। বিগত সময়ের চূড়ান্ত আয়ও ভোক্তার বর্তমান জীবনযাত্রার ব্যয়ের উপর প্রভাব ফেলে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝা যেতে পারে। ধরুন, গত মাসে আপনার আয় ছিল ৫০০০ টাকা এবং ভোগব্যয় ছিল ৪৫০০ টাকা। চলতি মাসে আপনার আয় হ্রাস পেয়ে ৪০০০ টাকা হল। এ অবস্থায় আপনি ভোগব্যয় আনুপাতিক হারে হ্রাস করতে পারবেন না। কেননা কিছু কিছু ভোগ অভ্যাস রাতারাতি পরিবর্তন করা যায় না। তাহলে আপনার বর্তমান ভোগ আংশিকভাবে পূর্ববর্তী ভোগ অভ্যাস তথা পূর্ববর্তী আয় দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। তাছাড়া ভোক্তা কোন্ সমাজে বাস করছে এবং সমাজের অন্যান্য মানুষের তুলনায় তার আয়ের পরিমাণ কত এসবের উপরও তার ভোগব্যয় নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি ঢাকা শহরের গুলশান এলাকায় বসবাস করেন তাহলে আপনাকে সেখানকার লোকজনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে এবং সেজন্য বেশী টাকা ভোগব্যয় করতে হবে। কিন্তু গোরান এলাকায় বসবাস করলে নিশ্চয়ই আপনাকে তার চেয়ে কম টাকা ব্যয় করলে চলবে। কাজেই আপনি বর্তমানে কত টাকা উপার্জন করছেন শুধুমাত্র তার উপর আপনার বর্তমান ভোগব্যয় নির্ভর করছে না। আপনার আশে পাশের লোকজনের আয় ও ব্যয়ের ধরনের উপরও নির্ভর করছে।

স্থায়ী আয় বা জীবনচক্র আয় (Permanent Income or Life Cycle Income) : স্থায়ী আয় বা জীবনচক্র আয় হচ্ছে মানুষের জীবনকালীন গড় আয় যা সবসময় বজায় থাকবে বলে সে প্রত্যাশা করে। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, মানুষের ভোগব্যয় তার বর্তমান সময়ের আয়ের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এনড়ু মডিগলিয়ানী এবং মিলটন ফ্রিডমেনের মতে, মানুষ ভোগব্যয়ের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বর্তমান আয়কে বিবেচনা করে না বরং দীর্ঘকালীন গড় আয় তথা দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির (long - term

economic condition) প্রতি লক্ষ্য রেখেই সে ভোগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। যেমন- যদি বন্যায় একজন কৃষকের ফসল নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে তার ব্যয় বন্ধ হবে না সে তার পূর্বোক্ত সঞ্চয় থেকে ব্যয় করবে, যদি শেয়ারের মূল্য হঠাৎ বেড়ে যায় তাহলে শেয়ার ব্যবসায়ীর যে আয় বৃদ্ধি পায় তা সে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যয় করে না। উভয়ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে, ভোক্তারা আয়ের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটলে চট্ করে তাদের ভোগব্যয়ের পরিবর্তন করে না। তারা আয়ের পরিবর্তনটা স্বাভাবিক বা স্থায়ী কিনা সেটা পর্যবেক্ষণ করে। যদি ভোক্তা মনে করে যে, আয়বৃদ্ধিটা স্থায়ী (যেমন - পদোন্নতির ফলে একজন চাকুরীজীবির বেতন বৃদ্ধি পেল) তখন সে আনুপাতিকভাবে তার ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি করবে। অন্যদিকে, যদি আয় বৃদ্ধিটা ক্ষণস্থায়ী হয় (যেমন - ঈদ বোনাস) তাহলে ভোগব্যয় তেমনটা বাড়বে না। কাজেই আয়ের স্থায়ীত্বতা সম্পর্কে ভোক্তার প্রত্যাশা (Expectation) তার ভোগ সিদ্ধান্তের উপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলে।

সম্পদ (Wealth): আয় ছাড়াও ভোগব্যয়ের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হচ্ছে সম্পদ। ধরুন, করিম ও রহিম দুজন ভোক্তা। উভয়েরই বার্ষিক আয় ২৫০০০ টাকা। করিমের ব্যাংকে ১ লক্ষ টাকা জমা আছে, কিন্তু রহিমের কোন সঞ্চয় নাই। এক্ষেত্রে করিম রহিমের চেয়ে বেশী ভোগ করতে পারবে। এটাকে বলে সম্পদ প্রভাব (wealth effect)। বিশেষ পরিস্থিতিতে সম্পদ প্রভাবের ফলে ভোগব্যয় দারুনভাবে প্রভাবিত হয়। যেমন - যুক্তরাষ্টেথ ১৯২৯ সনের পরবর্তী কয়েকটি বছরে শেয়ার বাজারে পতন দেখা দিলে অনেক সম্পদশালী ব্যক্তি রাতারাতি নিঃস্ব হয়ে যায় এবং এর ফলে তারা বাধ্য হয়ে ভোগব্যয় হ্রাস করতে হয়েছে। একইভাবে, ১৯৭০ এর দশকের শেষের দিকে যুক্তরাষ্টেথ বাড়ী ভাড়া অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেলে বাড়ীর মালিকদের সম্পদ আয় বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে তাদের ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়।

দামস্তর (Price Level) : মানুষ তার সম্পত্তির একটি বড় অংশ অর্থমূল্যে স্থির সম্পদ (money fixed asset) আকারে রাখে। অর্থমূল্যে স্থির সম্পদ বলতে এমনসব সম্পদকে বুঝায় টাকার হিসেবে যাদের লিখিত মূল্য (face value) সবসময় স্থির থাকে। সরকারী বন্ড এবং কর্পোরেট বন্ড হচ্ছে এ ধরনের সম্পদের উদাহরণ। যদি দামস্তর হ্রাস পায় তাহলে এসব সম্পদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় অর্থাৎ সম্পদটি দ্বারা আগের চাইতে কম দ্রব্যসামগ্রী কেনা যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি দামস্তর ১০% বৃদ্ধি পায় তাহলে ১০০ টাকার একটি প্রইজবন্ড দিয়ে পূর্বের চেয়ে ১০% কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে হবে। ঠিক তেমনি, দামস্তর ১০% হ্রাস পেলে ১০০ টাকার প্রইজবন্ড দিয়ে এখন পূর্বের চেয়ে ১০% বেশী পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যাবে। কাজেই দামস্তর বৃদ্ধি (বা হ্রাস) পেলে মানুষের ভোগব্যয়ও হ্রাস (বা বৃদ্ধি) পায়।

সুদের হার (Rate of Interest): উচুঁ সুদের হার মানুষকে সঞ্চয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে। ফলে ব্যবহারযোগ্য আয় স্থির থাকলেও ভোগব্যয় হ্রাস পেতে পারে।

ভবিষ্যতে আয় সম্পর্কে ভোক্তার প্রত্যাশা (Expectation of Future Income): ভবিষ্যত আয় সম্পর্কে ভোক্তার প্রত্যাশা তার বর্তমান ভোগকে প্রভাবিত করতে পারে। যেমন - আপনি যদি জানেন যে, আগামী মাসে আপনার হাতে অতিরিক্ত কিছু টাকা আসবে তাহলে এ মাসে আপনার ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। একইভাবে, আপনি যদি জানেন যে, আগামী মাসে আপনার আয় হ্রাস পাবে তাহলে আপনি এ মাসের ভোগব্যয় হ্রাস করে আগামী মাসের জন্য কিছু টাকা রেখে দিবেন।

উপরের আলোচনা থেকে আপনি ভোগব্যয়ের কতিপয় নির্ধারকের সাথে পরিচিত হলেন। এগুলো ছাড়াও বিজ্ঞাপন, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ঋণের দুষ্প্রাপ্যতা বা সহজলভ্যতা এবং ভৌগলিক অবস্থান ও আবহাওয়া প্রভৃতি উপাদানগুলো ভোক্তার ভোগব্যয়ের উপর প্রভাব ফেলে।

অনুশীলন

আপনার আশেপাশের লোকজনের জীবনযাত্রার মান দ্বারা আপনার ভোগব্যয় প্রভাবিত হয় কিনা? ধরুন, আপনার পদোন্নতি হলো এবং আপনার বেতন বৃদ্ধি পেল -এর ফলে আপনার ভোগব্যয়ের কোন পরিবর্তন হবে কিনা? চিন্তা করুন ও লিখুন।

ভোগ অপেক্ষক বরাবর ভোগের পরিবর্তন

(Movements Along The Consumption Function)

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, ভোগব্যয়ের সাথে একাধিক উপাদান সম্পর্কযুক্ত। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ব্যবহারযোগ্য আয়। ভোগ অপেক্ষকে শুধুমাত্র ভোগব্যয় ও ব্যবহারযোগ্য আয়ের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়। অন্যান্য উপাদানগুলোর প্রভাব এক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না।

ব্যবহারযোগ্য ব্যয়ের পরিবর্তনের ফলে ভোগব্যয়ের যে পরিবর্তন হয় তাকে বলা হয় ভোগ অপেক্ষক বরাবর ভোগব্যয়ের পরিবর্তন। অর্থাৎ ব্যবহারযোগ্য আয়ের পরিবর্তনের ফলে একই ভোগ অপেক্ষকের মধ্যেই ভোগ ব্যয় উঠানামা করে। চিত্রের সাহয্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো।

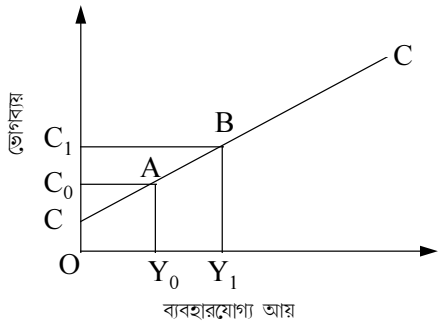

চিত্র ৪.৯: ভোগ অপেক্ষক বরাবর ভোগের পরিবর্তন

চিত্র ৪.৯ এ CC হচ্ছে ভোগ অপেক্ষক। ব্যবহারযোগ্য আয় যখন Y_0 তখন ভোগব্যয় C_0। ব্যবহারযোগ্য আয় বৃদ্ধি পেয়ে যখন Y_1 হয় তখন ভোগব্যয় হচ্ছে C_1। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ব্যবহারযোগ্য আয় বৃদ্ধির ফলে ভোগব্যয়ের পরিবর্তন একই ভোগ অপেক্ষকের মধ্যে সংঘটিত হচ্ছে - ভোক্তা একই ভোগ অপেক্ষকের এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে যাচ্ছে মাত্র। তাতে ভোগ অপেক্ষকের অবস্থানের কোনরূপ পরিবর্তন হচ্ছে না।

পুরো ভোগ অপেক্ষকের স্থানান্তর
(Shift Of The Entire Consumption Function)

আমরা পূর্বের অনুচ্ছেদে দেখলাম, ব্যবহারযোগ্য আয়ের পরিবর্তন হলে ভোগব্যয়ের পরিবর্তনটা ভোগ অপেক্ষক বরাবর হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে ভোগ অপেক্ষকের অবস্থানের কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। কিন্তু আমরা এ পাঠের শুরুতেই জেনেছি যে, ভোগব্যয় শুধুমাত্র ব্যবহারযোগ্য আয়ের উপর নির্ভরশীল নহে, অন্যান্য কতিপয় উপাদানও ভোগব্যয়কে প্রভাবিত করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অন্যান্য উপাদানগুলোর পরিবর্তন হলে ভোগব্যয় তথা ভোগ অপেক্ষকের উপর কোন্ ধরনের প্রভাব পড়বে? ব্যবহারযোগ্য আয় ছাড়া অন্য যে কোন উপাদানের পরিবর্তন হলে পুরো ভোগ অপেক্ষকের অবস্থানের পরিবর্তন হবে। যেমন - ধরুন, দামস্তর বৃদ্ধি পেল। ফলে ব্যবহারযোগ্য আয় স্থির অবস্থায়ই ভোগব্যয় হ্রাস পাবে। এমতাবস্থায়, পুরো ভোগ অপেক্ষক নিচের দিকে স্থানান্তরিত হবে। একইভাবে, দামস্তর হ্রাস পেলে একই আয়স্তরে ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাবে ফলে পুরো ভোগ অপেক্ষক উপরের দিকে স্থানান্তরিত হবে। নিচের চিত্রে বিষয়টি দেখানো হলো।

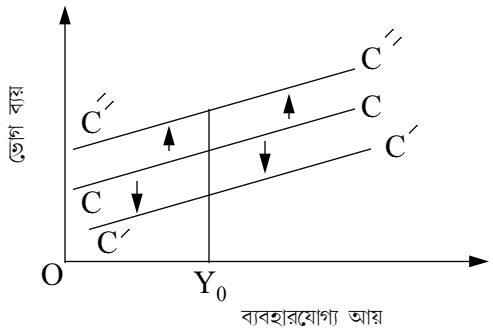

চিত্র ৪.১০: ভোগ অপেক্ষকের স্থানান্তর

চিত্র ৪.১০ এ CC হচ্ছে ভোগ অপেক্ষকের প্রাথমিক অবস্থান। এখন দামস্তর বৃদ্ধি পাওয়াতে পুরো ভোগ অপেক্ষকটি স্থানান্তরিত হয়ে C'C' হলো অর্থাৎ একই আয়স্তরে (Y_0) ভোক্তা পূর্বের চেয়ে কম পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ভোগ করছে। আবার দামস্তর হ্রাস পেলে ভোগ অপেক্ষক উপরের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে C''C'' হবে অর্থাৎ একই আয়স্তরে (Y_0) ভোক্তা পূর্বের চেয়ে বেশী ভোগব্যয় করবে। এভাবে ব্যবহারযোগ্য আয় ব্যতীত ভোগব্যয়ের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে অন্য যে কোন উপাদানের পরিবর্তনের ফলে পুরো ভোগ অপেক্ষক স্থানান্তরিত হয়।

অনুশীলন

ধরুন, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো একযোগে সঞ্চয়ের উপর সুদের হার হ্রাস করল। এমতাবস্থায়, ভোগ অপেক্ষকের কোন্ ধরনের পরিবর্তন হবে তা চিত্রে একেঁ দেখুন।

- **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

সত্য-মিথ্যা

১. ভোগব্যয় শুধুমাত্র ব্যবহারযোগ্য আয়ের উপর নির্ভর করে -সত্য/মিথ্যা

২. দামস্তর দ্বারা ভোগব্যয় প্রভাবিত হয় -সত্য/মিথ্যা

৩. ব্যবহারযোগ্য আয়ের পরিবর্তন হলে ভোগ অপেক্ষকের স্থানান্তর হয় -সত্য/মিথ্যা

৪. দের-হার পরিবর্তিত হলে ভোগ অপেক্ষকের অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয় না -সত্য/মিথ্যা

৫. স্থায়ীআয় হচ্ছে এক ধরনের গড় আয় -সত্য/মিথ্যা

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভোগ অপেক্ষকের নির্ধারকগুলো সম্পর্কে লিখুন। তন্মধ্যে কোন্‌টি সবচাইতে বেশী শক্তিশালী?

২. কখন ভোগ অপেক্ষক বরাবর ভোগব্যয়ের পরিবর্তন হয়?

৩. ভোগ অপেক্ষকের অবস্থানের পরিবর্তন হওয়ার কারণ কী কী? দামস্তর বৃদ্ধি পেলে ভোগ অপেক্ষকের কোন্ ধরনের পরিবর্তন হবে?

৪. স্থায়ী বা জীবনচক্র আয় বলতে কী বুঝায়? আয়ের অস্থায়ী পরিবর্তনের ফলে ভোগব্যয়ের কোন পরিবর্তন হয় কি?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. ভোগব্যয়ের প্রধান নির্ধারক হচ্ছে
   ক. বর্তমান ব্যবহারযোগ্য আয়
   খ. আপেক্ষিক আয়
   গ. সুদের হার
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

২. স্থায়ী বা জীবনচক্র আয় হচ্ছে
   ক. ভবিষ্যত ব্যবহারযোগ্য আয়
   খ. জীবনকালীন গড় আয়
   গ. সম্পদ আয়
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৩. ভোগ অপেক্ষক বরাবর ভোগব্যয়ের পরিবর্তন হয় যদি
   ক. সুদের হার বৃদ্ধি পায়
   খ. ভবিষ্যত প্রত্যাশিত আয় বৃদ্ধি পায়
   গ. বর্তমান ব্যবহারযোগ্য আয় বৃদ্ধি পায়
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৪. ভোগ অপেক্ষক স্থানান্তরিত হয়
   ক. দামস্তর বৃদ্ধি পেলে
   খ. বর্তমান ব্যবহাযোগ্য আয় বৃদ্ধি পেলে
   গ. ক ও খ উভয়ই
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৫. সম্পদ প্রভাবের ফলে
   ক. ভোগব্যয় বেশী হয়
   খ. ভোগব্যয় কম হয়
   গ. ভোগব্যয় স্থির থাকে
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

সমস্যা

নিচের চিত্রটি লক্ষ্য করুন।

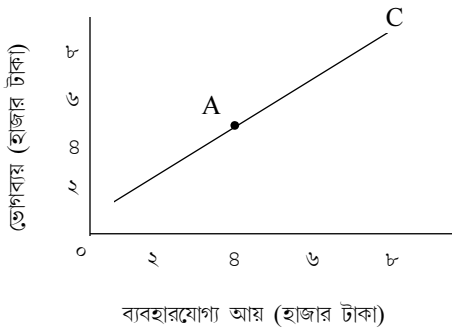

ক. A বিন্দুতে মোট ভোগব্যয় কত?

খ. ব্যবহারযোগ্য আয় যখন ৬ হাজার টাকা তখন ভোগব্যয় কত?

গ. সুদের হার বৃদ্ধি পেলে ভোগ অপেক্ষকটির কোন্ ধরনের পরিবর্তন হবে।

ঘ. দামস্তর হ্রাস পেলে ভোগ অপেক্ষকটি কোন্‌দিকে স্থানান্তরিত হবে?

পাঠ-৩ গুণক তত্ত্ব (Multiplier Theory)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- গুণকের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন
- গুণক পদ্ধতিতে আয় সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- গুণকের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন
- গুণক তত্ত্বের সমালোচনাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন
- বাংলাদেশে গুণক তত্ত্বের প্রয়োগ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

ভূমিকা

গুণক একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। স্বয়ম্ভূত ব্যয় বাড়ানো হলে দেশের জাতীয় আয়ের কী ধরনের পরিবর্তন ঘটবে তা জানার জন্য গুণক তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া অত্যাবশ্যক। এ পাঠে আমরা গুণক তত্ত্ব ও এর সাথে সম্পর্কিত ধারণাগুলো সম্পর্কে জানব। একই সাথে বাংলাদেশের মত অনুন্নত দেশে গুণক তত্ত্বের প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করব।

গুণক কী?

আপনি এ কোর্সের ইউনিট-৩ এর পাঠ-২ এ জেনেছেন, অর্থনীতিতে ভারসাম্যজাতীয় আয় যখন প্রচ্ছন্ন জাতীয় থেকে কম হয় তখন 'মন্দা ফাঁক' দেখা দেয়। এ মন্দা ফাঁক দূর করার জন্য জাতীয় আয় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়। আর জাতীয় আয় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগ বৃদ্ধির। কিন্তু নির্দিষ্ট পরিমাণ জাতীয় আয় বৃদ্ধির জন্য কী পরিমাণ বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রয়োজন? যেহেতু ভারসাম্যাবস্থায়, আয় বা সামগ্রিক যোগান সামগ্রিক চাহিদার সমান তাই মনে করা হয় যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ জাতীয় আয় বৃদ্ধির জন্য সম পরিমাণ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রয়োজন। এ ধারণাটি সঠিক নয়। মূলতঃ জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ বিনিয়োগব্যয় বৃদ্ধির কয়েকগুণ হয়ে থাকে। আর এটাই গুণক তত্ত্বের মূল কথা।

স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য জাতীয় আয় কী পরিমাণ পরিবর্তিত হয় তা যে সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাকে গুণক বলা হয়। ধরুন, স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ১০০০ টাকা বৃদ্ধি করাতে ভারসাম্য জাতীয় আয় ৫০০০ টাকা বৃদ্ধি পেল। এক্ষেত্রে গুণক,

$$K = \frac{\text{ভারসাম্য জাতীয় আয়ের পরিবর্তন } (\Delta Y)}{\text{স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের পরিবর্তন } (\Delta I)} = \frac{৫০০০}{১০০০} = ৫।$$

অর্থাৎ ভারসাম্য জাতীয় আয় স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব, গুণকের মান জানা থাকলে অতি সহজেই কী পরিমাণ বিনিয়োগবৃদ্ধি করলে কী পরিমাণ জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে তা বলে দেওয়া সম্ভব। গুণকের মান যত হবে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের ফলে জাতীয় আয় বিনিয়োগের তত গুণ বৃদ্ধি পাবে।

গুণকের মান নির্ণয়

আপনি এ মোর্সের ইউনিট-৩ এর পাঠ-২ এ জেনেছেন, ভারসাম্যাবস্থায়, জাতীয় আয় বা সামগ্রিক যোগান সামগ্রিক চাহিদার সমান হয় অর্থাৎ

$Y = C+I$ এখানে Y = জাতীয় আয়, C = মোট ভোগ ব্যয়, I = মোট বিনিয়োগব্যয়।

বা, $I = Y-C$

বা, $\Delta I = \Delta Y-\Delta C$ [উভয় পক্ষের চলকগুলোকে সমহারে পরিবর্তন করে]

ব, $\frac{\Delta I}{\Delta Y} = \frac{\Delta Y}{\Delta Y} - \frac{\Delta C}{\Delta Y}$ [উভয় পক্ষকে ΔY দ্বারা ভাগ দিয়ে]

বা, $\frac{\Delta I}{\Delta Y} = 1- MPC$ ..... (1) [যেহেতু $MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y}$ (ইউনিট-৪, পাঠ-১)]

এখন, গুণক, $K=\frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{1}{\frac{\Delta I}{\Delta Y}} = \frac{1}{1 - MPC} = \frac{1}{MPS}$ [যেহেতু $\frac{\Delta I}{\Delta Y} = 1-MPC=MPS$]

অতএব, দেখা যাচ্ছে গুণকের মান নির্ভর করে সমাজের মানুষের প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা বা MPC বা MPS -র উপর। যদি MPC বা MPS -র মান জানা থাকে তাহলে অতি সহজেই উপরের সূত্রটি ব্যবহার করে গুণকের মান পাওয়া যায়। যেমন ধরুন, ক ও খ দুটো দেশ। ক দেশের জনগণের MPC=0.6 এবং খ দেশের জনগণের MPC=0.8। এমতাবস্থায়, ক দেশের ক্ষেত্রে গুণকের মান হবে $= \frac{1}{1-.6} = \frac{1}{.4} = 2.50$ এবং খ দেশের ক্ষেত্রে গুণকের মান হবে $= \frac{1}{1-.8} = \frac{1}{.2} = 5$ । তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, MPC -র

মান বেশী হলে গুণকের মান বেশী হয় এবং MPC -র মান কম হলে গুণকের মানও কম হয়। গুণকের মান দ্বারা তাহলে আমরা কী পাই? আমরা বলতে পারি, ১ টাকার বিনিয়োগ কত টাকার আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। যেমন - বাংলাদেশের জনগণের ভোগ প্রবণতা ০.৭৫ হলে গুণকের মান হবে ৪। সুতরাং ১০০ টাকার বিনিয়োগ ৪০০ টাকার উৎপাদন বৃদ্ধি করবে।

অনুশীলন

ধরুন, পাঁচটি দেশের MPC -র মান নিম্নরূপ: ০.৮, ০.৭৫, ০.৬০, ০.৬৫, ০.৫৫ দেশগুলোর গুণকের মান হিসেব করুন।

গুণক পদ্ধতিতে আয় সৃষ্টির প্রক্রিয়া

স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় কীভাবে বিনিয়োগের কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায় তা নিম্নরূপে বিশেশুষণ করা যায় -

মনে করুন, একটি দেশের জনগণের প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা বা MPC = .৫ অর্থাৎ জনগণ তাদের আয়ের ৫০% বা অর্ধেক ভোগ্য দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয়ে ব্যয় করে। এমতাবস্থায়, দেশটিতে ১০০০ টাকা পরিমাণ নতুন বিনিয়োগ সাধিত হলো। এ বিনিয়োগের ফলে ১০০০ টাকা পরিমাণ নতুন পুঁজি দ্রব্য সৃষ্টি হবে। এতে পুঁজিদ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত জনগোষ্ঠী নতুন আয় হিসেবে ১০০০ টাকা পাবে। যারা এ নতুন আয় পেল তারা তাদের আয়ের ৫০% অর্থাৎ ৫০০ টাকা ভোগপণ্যে ব্যয় করবে, বাকী অংশ সঞ্চয় করবে। তাতে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত জনগোষ্ঠী নতুন আয় হিসেবে ৫০০ টাকা পাবে। তারা আবার তাদের আয়ের ৫০% অর্থাৎ ২৫০ টাকা ভোগ্যপণ্যে ব্যয় করবে এবং বাকী অংশ সঞ্চয় করবে। ফলে পুনরায় নতুন উৎপাদন হবে এবং এতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠী আয় হিসেবে ২৫০ টাকা পাবে। তারা তাদের আয়ের ৫০% অর্থাৎ ১২৫ টাকা ভোগ্যপণ্যে ব্যয় করবে এবং বাকী অংশ সঞ্চয় করবে। এতে আবার নতুন উৎপাদন ও আয় সৃষ্টি হবে। নতুন আয় সৃষ্টির প্রক্রিয়া আয় সৃষ্টির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে শূন্যে না পৌছাঁ পর্যন্ত চলতে থাকবে। নতুন আয় সৃষ্টির প্রক্রিয়া সমাপ্ত হবার পর সব কয়টি রাউন্ডে৷ সৃষ্ট আয়কে যোগ করলে দেখা যাবে সৃষ্ট মোট আয় বিনিয়োগব্যয়ের কয়েকগুণ হবে। আমাদের উদাহরণে, সৃষ্ট আয়ের পরিমাণ হবে,

$$= ১০০০ \times \text{গুণক} = ১০০০ \times \left(\frac{১}{১ - \text{MPC}}\right) = ১০০০ \times \left(\frac{১}{১ - .৫}\right)$$

$$= ১০০০ \times \frac{১}{.৫} = ১০০০ \times ২ = ২০০০ \text{ টাকা।}$$

উপরের প্রক্রিয়াটাকে সংক্ষেপে নিম্নরূপে উপস্থাপন করা যায় -

রাউন্ড	সৃষ্ট আয় (টাকা)	সৃষ্ট আয়×MPC	= ভোগ ব্যয় (টকা)
১ম	১০০০	১০০০×.৫	= ৫০০
২য়	৫০০	৫০০×.৫	= ২৫০
৩য়	২৫০	২৫০×.৫	= ১২৫
৪র্থ	১২৫	১২৫×.৫	= ৬২.৫
৫ম	৬২.৫	৬২.৫×.৫	= ৩১.২৫
৬ষ্ট	৩১.২৫	৩১.২৫×.৫	= ১৫.৬২
৭ম	১৫.৬২	১৫.৬২×.৫	= ৭.৮১
৮ম	৭.৮১	৭.৮১×.৫	= ৩.৯০
৯ম	৩.৯০	৩.৯০×.৫	= ১.৯৫
১০ম	১.৯৫	১.৯৫×.৫	= ০.৯৭
১১শ	০.৯৭	০.৯৭×.৫	= ০.৪৮
১২শ	০.৪৮	০.৪৮×.৫	= ০.২৪
১৩শ	০.২৪	০.২৪×.৫	= ০.১২
১৪শ	০.১২	০.১২×.৫	= ০.৬
১৫শ	০.০৬		
প্রথম ১৫ রাউন্ডে =১৯৯৯.৯০ টাকা পরবর্তী রাউন্ডসমূহে = + .১০ টাকা মোট = ২০০০.০০ টাকা			

সারণী ৪.৪: ১০০০ টাকার স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের ফলে বিভিন্ন রাউন্ডে সৃষ্ট নতুন আয়ের পরিমাণ।

সারণী ৪.৪ এ দেখা যাচ্ছে, প্রথম ১৫ রাউন্ডে মোট ১৯৯৯.৯০ টাকা পরিমাণ নতুন আয় সৃষ্টি হবে এবং পরবর্তী বিভিন্ন রাউন্ডে সৃষ্টি হবে ০.১০ টাকা পরিমাণ নতুন আয়। অর্থাৎ ১০০০ টাকার স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের ফলে নতুন আয় সৃষ্টি হলো ২০০০ টাকা পরিমাণ।

চিত্রের সাহায্যেও গুণক প্রক্রিয়াকে দেখানো যায়। এ প্রসংগে আমরা এ কোর্সের ইউনিট-৩ এর পাঠ-২ এর কিনসীয় আড়াআড়ি লেখচিত্র-I ব্যবহার করতে পারি।

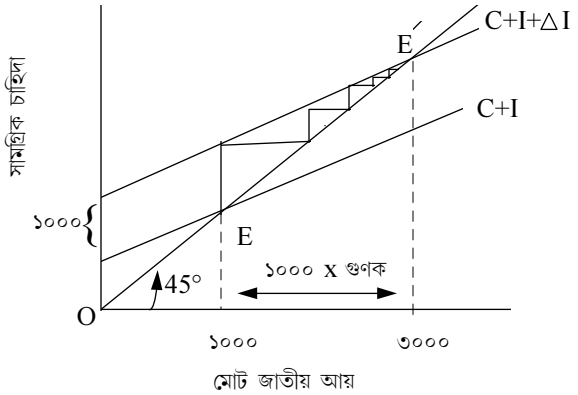

চিত্র ৪.১১: গুণক প্রক্রিয়া

চিত্র ৪.১১ এর E বিন্দুতে অর্থনীতির প্রাথমিক ভারসাম্য দেখাচ্ছে। প্রাথমিক ভারসাম্যাবস্থায়, মোট জাতীয় আয় হচ্ছে ১০০০.০০ টাকা। এমতাবস্থায়, স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ১০০০ টাকা পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলে সামগ্রিক চাহিদারেখা, C+I স্থানান্তরিত হয়ে উপরের দিকে উঠবে এবং E' বিন্দুতে নতুন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। নতুন ভারসাম্য জাতীয় আয় হচ্ছে = ৩০০০ টাকা। ফলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি = ২০০০ টাকা। লক্ষ্য করুন, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি এক ধাপে সংঘটিত হয়নি। বেশ কয়েকটি ধাপে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। চিত্রে, সিড়ঁির মত রেখাটি বিভিন্ন ধাপে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি দেখাচ্ছে। প্রতিটি সিঁড়ি 'এক রাউন্ড' নির্দেশ করছে।

গুণক তত্ত্বের গুরুত্ব

গুণকের ধারণা অর্থনৈতিক জীবনের বহু কাজে ব্যবহার করা যায়। গুণকের মান জানা থাকলে সরকারের পক্ষে সঠিকভাবে রাজস্বনীতি প্রণয়ন সহজ হয়। যেমন - যদি একটি দেশের গুণকের মান যদি ৬ হয় এবং সরকার যদি জাতীয় আয় ২৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি করতে চায় তাহলে ৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করলেই চলবে। বিশেষ করে মন্দা ফাঁক পূরণ করার ক্ষেত্রে গুণক সবচাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হিসেবে ব্যবহৃত হয়, কেননা তখন সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মন্দা ফাঁক পূরণের জন্য কত টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। গুণকের মান জানা থাকলে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া খুবই সহজ কাজ। যেমন ধরুন, একটি দেশের মন্দাফাঁক = ১০,০০০ মিলিয়ন টাকা এবং গুণক = ৫। এমতাবস্থায়, সরকার মাত্র ২০০০ মিলিয়ন টাকা নতুন বিনিয়োগ করে মন্দা ফাঁক পূরণ করতে পারে।

গুণক তত্ত্বের সমালোচনা

আমরা এতক্ষণ যে গুণক তত্ত্ব আলোচনা করলাম তা মূলতঃ কেইনসীয় গুণকতত্ত্ব হিসেবে পরিচিত। এ তত্ত্বে শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হলে জাতীয় আয় কী পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে তা বলা হয়েছে। কিন্তু আয় সৃষ্টির প্রক্রিয়া কত সময়ব্যাপী চলবে তা এ তত্ত্বে উল্লেখ নাই। অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই সময় ব্যবধান সম্পর্কে ধারণা থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম রাউন্ডের সমাপ্তির পূর্বেই দ্বিতীয় রাউন্ডের আয় সৃষ্টির কাজ শুরু হয়ে যেতে পারে। এতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে গুণক কত হবে তা অনুধাবন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

নতুন আয় সৃষ্টির ফলে জনগোষ্টীর ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে ফলে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করবে। কিন্তু পণ্য উৎপাদনের নির্দেশ প্রদান ও নির্দেশ গ্রহণের মধ্যে সময়ের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া উৎপাদনের নির্দেশ গ্রহণের পরও পণ্যের delivery দিতে সময় লাগে কেননা নিষ্ক্রিয় মেশিনকে সক্রিয় করা, শ্রমিককে প্রশিক্ষণ দেওয়া ইত্যাদি কাজে সময়ের প্রয়োজন। এসব কারণে বিনিয়োগ করার পর পরই গুণকের ফলাফল পাওয়া যাবে না। মজুত পণ্যের অপর্যাপ্ততা থাকলে গুণকের ফলাফল পেতে বেশ সময়ের প্রয়োজন হয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝা যেতে পারে। ধরুন, বিনিয়োগের ফলে লোকজনের যে আয়ের সৃষ্টি হয়েছে তাতে তাদের শার্টের চাহিদা বৃদ্ধি পেলো। কিন্তু শার্টের দোকান এবং গার্মেন্টস কোথাও শার্টের মজুত নাই। এমতাবস্থায়, গামেন্টের মালিকগণ কাপড় ব্যবসায়ীকে, কাপড় ব্যবসায়ী টেক্সাইল মিলের মালিককে, টেক্সাইল

মিলের মালিক সুতা ব্যবসায়ীকে, সুতা ব্যবসায়ী স্পিনিং মিলের মালিককে, স্পিনিং মিলের মালিক তুলা ব্যবসায়ীকে, তুলা ব্যবসায়ী তুলা উৎপাদনকারীকে খুব দ্রুত অর্ডার দিতে পারেন, কিন্তু কারও নিকট যদি মজুত মাল না থাকে তাহলে গার্মেন্টস শিল্পে গুণকের ফলাফল উপলব্দি করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন।

সবশেষে, গুণক তত্ত্বের সবচাইতে বড় সীমাবদ্ধতা হচ্ছে এই যে, এটা শুধুমাত্র মন্দার সময়ে কার্যকর। অর্থনীতি পূর্ণনিয়োগস্তরে বিরাজ করলে এ তত্ত্ব প্রয়োগে কোন ফলাফল পাওয়া যায় না। কেননা পূর্ণ নিয়োগস্তরে চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয় না, কারণ পূর্ণনিয়োগস্তরে কোন অব্যবহৃত সম্পদ থাকে না।

বাংলাদেশে গুণক তত্ত্বের প্রয়োগ

গুণক তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ কার্যশীলতার জন্য অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা ও উপকরণসমূহের প্রাচুর্যতা প্রয়োজন। কেননা নতুন বিনিয়োগের ফলে যে নতুন আয় সৃষ্টি হয় তাতে লোকজনের পণ্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। আর এ বাড়তি চাহিদা মিটাতে হলে অবশ্যই অর্থনীতিতে অতিরিক্ত বা অব্যবহৃত উৎপাদনক্ষমতা ও উৎপাদনের উপকরণসমূহের প্রাচুর্যতা থাকতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশে মূলধনের অভাব, প্রকৌশল জ্ঞানের অভাব, উদ্যোগ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব খুবই প্রকট। এমতাবস্থায়, গুণকের ফলাফল খুব একটা আশাপ্রদ হবে না।

বাংলাদেশে একটি আমদানি নির্ভর দেশ। এখানে বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমদানিকৃত মূলধন বা পুঁজিদ্রব্য, আমদানিকৃত কাচাঁমাল ব্যবহার করা হয়। কাজেই গুণকের সুফল পুরোপুরি স্বদেশে প্রতীয়মান হয় না।

বাংলাদেশের জনগণের প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশী তাই এখানে গুণকের ফলাফল আশাপ্রদ হওয়ার কথা। কিন্তু মূলধনের অভাবের কারণে তা হচ্ছে না। তাই বাংলাদেশে সঞ্চয় প্রবণতা বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা সঞ্চয় বৃদ্ধি পেলে মূলধনের যোগান বৃদ্ধি পাবে।

অনুশীলন

বাংলাদেশে গুণক তত্ত্ব কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো কি কি? চিন্তা করুন ও লিখুন।

• পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সত্য-মিথ্যা

১. গুণকের মান MPC -র মানের উপর নির্ভরশীল - সত্য/মিথ্যা

২. গুণকের মান বড় হলে কম বিনিয়োগে বেশী আয় পাওয়া যায় - সত্য/মিথ্যা

৩. স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে নতুন আয় সৃষ্টি হয় - সত্য/মিথ্যা

৪. গুণক তত্ত্ব শুধুমাত্র মন্দার সময়ে কার্যকর - সত্য/মিথ্যা

৫. মূলধনের অভাব থাকলে গুণকের ফলাফল আশাপ্রদ হয় না - সত্য/মিথ্যা

রচনামূলক প্রশ্ন

১. গুণক কী? কিভাবে গুণকের মান নির্ণীত হয়?

২. গুণক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।

৩. গুণক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করুন।

৪. গুণক তত্ত্বের সমালোচনা লিখুন।

৫. বাংলাদেশে গুণক তত্ত্বের প্রয়োগ সম্পর্কে লিখুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. গুণকের মান বেশী হয়

   ক. MPC -র মান কম হলে

   খ. MPC -র মান বেশী হলে

   গ. MPS -র মান বেশী হলে

   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

২. গুণকের মান ৫ হলে ১০০০ টাকার বিনিয়োগের ফলে আয় বৃদ্ধি পাবে

   ক. ১০০০ টাকা

খ. ২০০০ টাকা

গ. ৩০০০ টাকা

ঘ. ৫০০০ টাকা

৩. MPC = .৫ হলে গুণকের মান হবে

ক. ৫

খ. ৬

গ. ২

ঘ. .৫

৪. পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় গুণকের কার্যকারীতা

ক. সবচাইতে বেশী

খ. বেশী

গ. সবচাইতে কম

ঘ. শূন্য

৫. গুণক তত্ত্বের কার্যশীলতার জন্য

ক. অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা থাকতে হবে

খ. অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা থাকার প্রয়োজন নাই

গ. ক ও খ উভয়ই

ঘ. ক ও খ এর কোনটিই নয়।

সমস্যা

ধরুন বর্তমানে বাংলাদেশের জনগণের MPC = ০.৮ এমতাবস্থায়, যদি সরকার যদি ১ কোটি টাকা ব্যয় করে একটি সেতু তৈরি করে তাহলে দেশে মোট কত টাকা পরিমাণ আয় সৃষ্টি হবে?

উত্তরমালা

পাঠ-১

সত্য-মিথ্যা

১. মিথ্যা, ২. সত্য, ৩. মিথ্যা, ৪. সত্য, ৫. সত্য

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. গ, ২. খ, ৩. গ, ৪. ঘ, ৫. খ

পাঠ-২

সত্য-মিথ্যা

১. মিথ্যা, ২. সত্য, ৩. মিথ্যা, ৪. মিথ্যা, ৫. সত্য

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. ক, ২. খ, ৩. গ, ৪. ক, ৫. ক

পাঠ-৩

সত্য-মিথ্যা

১. সত্য, ২. সত্য, ৩. সত্য, ৪. সত্য, ৫. সত্য

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. খ, ২. ঘ, ৩. গ, ৪. ঘ, ৫. ক